দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 05 APR 1996 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৮

জা'নগর ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে তল্লাশী ।। অস্ত্র উদ্ধার ।। গ্রেফতার ১০

গতকাল (বৃহস্পতিবার) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও বুধবার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলসমূহে পুলিশ তল্লাশী অভিযান চালায়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭০টি হাতবোমা ও কিছু তাজা বুলেট ছাড়া পুলিশ কোন অস্ত্র উদ্ধার করিতে পারে নাই। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সামান্য কিছু অস্ত্র উদ্ধার করা হইয়াছে। সেখানে ১০ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা জানান, গতকাল প্রত্যুষে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫টি আবাসিক হলে পুলিশ তল্লাশী অভিযান চালায়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ঢাকা জেলা পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে আর্মড পুলিশসহ ৩ শতাধিক পুলিশ ভোর ৪টা হইতে ছাত্র হলগুলি ঘেরাও করিয়া রাখে। সকাল ৮টা পর্যন্ত দীর্ঘ চার ঘন্টায় পর্যায়ক্রমে আল বেরুণী, শহীদ সালাম বরকত, কামালউদ্দিন, মওলানা ভাসানী ও মীর মোশার-

(২য় পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

জা'নগর ও ইসলামী বিশ্ব:

(শেষ পৃঃ পর)

রফ হোসেন হলে তল্লাশী চালাইয়া হলগুলির ছাদ হইতে মোট ৭০টি হাতবোমা ও কয়েকটি তাজা বুলেট উদ্ধার করে। তবে, মীর মোশাররফ হোসেন হল হইতে কিছু পাওয়া যায় নাই। তল্লাশী অভিযান শেষে পুলিশ সুপার আবদুর রহিম এই সংবাদদাতাকে জানান, যে সকল ছাত্রের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা রহিয়াছে তাহাদের কাহাকেও পাওয়া যায় নাই। জানা যায়, বিভিন্ন সন্ত্রাসী মামলায় ১২/১৩জন ছাত্রের উপর হুলিয়া রহিয়াছে তাহাদের অধিকাংশ ছাত্রদলের নেতা-কর্মী।

এদিকে বুধবার মধ্যরাত বারটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণবিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট সংলগ্ন গ্রাম হইতে কতিপয় অস্ত্রোধারী আল-বেরুণী হল লক্ষ্য করিয়া কয়েক রাউণ্ড গুলী বর্ষণ করিয়া পালাইয়া যায়। উক্ত ঘটনার সহিত কাহারা জড়িত তাহা জানা যায় নাই।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ছাত্রলীগ (শা-পা) সভাপতি মোহাম্মদ মহিবুল্লাহ ক্যাম্পাসে পুলিশী অভিযানকে সাধুবাদ জানাইয়া এক বিবৃতিতে কেবলমাত্র 'আইওয়াশ' না করিয়া আরো সতর্কতার সহিত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবী জানাইয়াছেন। অপরদিকে ছাত্র দল ক্যাম্পাসে পুলিশী অবস্থানের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা জানান, বুধবার সন্ধ্যায় ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের অস্ত্র মহড়ার খবর পাইয়া রাত সাড়ে ৮ টায় কুষ্টিয়া সদর থানার ওসি রবিউল ইসলামের নেতৃত্বে ১ প্লাটুন পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন কমল ছাত্রবাস ঘিরিয়া ফেলে। এসময় ৫জন ছাত্র পালাইয়া যাইতে সক্ষম হয়। ইহার পর রাত ১২টা পর্যন্ত সাড়ে তিন ঘন্টা তল্লাশী চালাইয়া বেশ কিছু অস্ত্র উদ্ধার ও ১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এসময় কুষ্টিয়া সদরের ম্যাজিষ্ট্রেট দিলীপ কুমার ও বশিরুল আলম উপস্থিত ছিলেন। তল্লাশীর খবর পাইয়া অপর মেসগুলি হইতে সন্ত্রাসীরা পালাইয়া যায়। উদ্ধারকৃত অস্ত্রের মধ্যে রহিয়াছে ১টি রিভলভার, ২ রাউণ্ড রাইফের গুলী, ৮টি বড় ছোরা, ১টি বড় রামদা, ২টি ভুজালে, ড্যাগার ১টি, ১টি চাইনিজ কুড়াল ও বেশ কিছু লোহার রড। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের পর ৫/৭ জন স্থানীয় লোককে ছাড়িয়া দেয়।

এদিকে গতকাল ছাত্রলীগ (শা-পা) নেতা জিল্লুর রহমান ও সামসুজ্জোহা এক যুক্ত বিবৃতিতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরাইয়া আনার লক্ষ্যে সকল দলের অস্ত্রধারী ক্যাডারদের গ্রেফতারের দাবী জানান। এক সমাবেশে শিবিরের কেন্দ্রীয় নেতাও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আসাদুজ্জামান বলেন, ছাত্র দলের সন্ত্রাসীদের বিজয়ী জনতার হাতে তুলিয়া দেওয়া হইবে। ছাত্রদল গ্রেফতারকৃত নেতাদের মুক্তি দাবী করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গতকাল এক বৈঠকে আগামী ৮ই এপ্রিল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেন।